ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয়
জনতথ্য বিভাগ

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং ঃ ৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৩৯.২০১৫/ ৮৮২

তারিখঃ ২২/০৯/২০২০

বরাবর,
বার্তা সম্পাদক
"দৈনিক যুগান্তর"
ঢাকা।
বিষয়ঃ প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা ওয়াসার প্রতিবাদ।

গত ১৫/০৯/২০২০ ইং তারিখে প্রকাশিত "দৈনিক যুগান্তর" পত্রিকায় **"পাগলা পয়ঃ শোধনাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্পঃ বেশি ব্যয়েই ওয়াসার নজর"** শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি ঢাকা ওয়াসার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এ বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

শিরোনামসহ প্রতিবেদনটি মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ঢাকা ওয়াসা এবং এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এহেন অসত্য প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথমতঃ প্রকল্পের শিরোনামই ভুল উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের সঠিক শিরোনাম হচ্ছে "ঢাকা স্যানিটেশন ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ডিএসআইপি)" যার আওতায় প্রকল্পের মোট ৪টি কম্পোনেন্ট রয়েছে। যেমন ১. Institutional Support for Sanitation Service Delivery: ২. Sewerage and Wastewater Treatment: ৩. Alternative Sanitation: এবং ৪. Project Implementation and Management Support। এই কম্পোনেন্টগুলি ছাড়াও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কম্পিউটার বেইজড সাপোর্টিং প্যাকেজ রয়েছে। প্রতিবেদনে পাগলা পয়ঃ শোধনাগারের পুনর্নির্মাণের জন্য ৩৮৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ের যে উল্লেখ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভুল এবং ভিত্তিহীন। প্রকৃতপক্ষে উক্ত পয়ঃশোধনাগারটি পুনঃনির্মাণ ও ক্যাপাসিটি বর্ধিত করার জন্য মোট ৬৮৯ কোটি টাকা বাজেট রাখা আছে। আলোচ্য ডিএসআইপি প্রকল্পের অধীনে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক প্রণীত ঢাকা শহরের স্যুয়ারেজ মাস্টারপ্লানের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকার দক্ষিণে অবস্থিত পাগলা ক্যাচমেন্টের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের জন্য পাগলা পয়ঃশোধনাগারসহ ৩টি ট্রাঙ্ক মেইন এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট পয়ঃবর্জ্য সংগ্রহ নেটওয়ার্ক সমূহ নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও Non-network sanitation এর আওতায় আলোচ্য প্রকল্পে পাগলা ক্যাচমেন্টে অবস্থিত low income community বা দরিদ্র পরিবারসমূহ পয়ঃনিষ্কাশন সেবার আওতায় নিয়ে আসা হবে। ঢাকা শহরের সম্মানিত নাগরিকদের আধুনিক পয়ঃসেবা প্রদানের লক্ষ্যে এহেন সুপরিমন্ডলিত কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নের জন্য ৩৮৫৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা স্যানিটেশন ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ডিএসআইপি) শীর্ষক প্রকল্পটি একনেক তথা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে, যা সম্পূর্ণরূপে জাতিসংঘের **Sustainable Development Goals (SDGs)** এবং বাংলাদেশ সরকারের **'Vision ২০২১'** এর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। এছাড়াও, প্রতিবেদনে জনাব আদিল মুহাম্মদ খান সাহেবের যে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে তা একান্তই কল্পনাপ্রসূত ব্যক্তিগত ধ্যান ধারনা। প্রকল্পের কার্যপরিধির সাথে জনাব খান সাহেবের মতামত কাল্পনিক অভিব্যক্তি বলে ঢাকা ওয়াসা মনে করে। উল্লেখ্য বিশ্বব্যাংকের একাধিক কারিগরী টিমের সম্ভাব্যতা যাচাই ও সুপারিশের প্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, একটি আন্তর্জাতিক স্বনামধন্য পরামর্শক ফার্ম কর্তৃক পাগলা ক্যাচমেন্টের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদন করা হয় যা বিশ্বব্যাংকের কারিগরী বিশেষজ্ঞ টিম একাধিকবার পর্যালোচনাকরতঃ চূড়ান্ত করা হয়েছে। স্যুয়ারেজ মাস্টারপ্লান অনুযায়ী আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ পাগলা পয়ঃশোধনাগারের বর্তমান জায়গার মধ্যেই এর ক্যাপাসিটি ৮০০ MLD(Million Liter per Day) পর্যন্ত বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সাভার উপজেলার তেতুলঝরা-ভাকুর্তা এলাকায় ওয়েলফিল্ড নির্মাণ (১ম পর্ব) প্রকল্পটি হতে বর্তমানে দৈনিক প্রায় ১০-১২ কোটি লিটার পানি মিরপুর এলাকায় সরবরাহ করা হচ্ছে। সরবরাহকৃত পানির মাধ্যমে মিরপুর এলাকার পানির চাহিদা অনেকাংশেই লাঘব করা সম্ভব হয়েছে। তবে বিদ্যুৎ বিভ্রাটজনিত কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পানি সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।

এমতাবস্থায়, ঢাকা ওয়াসা'র উপরোক্ত প্রতিবাদ বক্তব্যটি আপনাদের "দৈনিক যুগান্তর" পত্রিকার পরবর্তি সংখ্যায় একই পাতায় ও কলামে হুবহু প্রকাশের জন্য বিনীত অনুরোধ করা হ'ল।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষে

২২/৯/২০২০

এ. এম. মোস্তফা তারেক
উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা
ঢাকা ওয়াসা।